[The Mitrokhin's version on CIA's involvement should be read with a grain of salt. Please read Lawrence Lifschultz's paper "CIA Involvement in Sheikh Mujib's Killing" in this connection.
http://launch.groups.yahoo.com/group/vinnomot/message/4350
http://www.mukto-mona.com/Articles/editorial/english/mujib_killing_CIA.htm]

মিত্রোখিন রহস্য - ১

ভাসিলি মিত্রোখিন। কেজিবির এই কর্মকর্তা অতি গোপনীয় ও সংবেদনশীল নথিপত্র নকল করে তার গ্রামের বাড়িতে ঘরের মেঝের নিচে লুকিয়ে রাখতেন। এতে ঠাঁই পেয়েছে ষাট, সত্তর ও আশির দশকের বাংলাদেশের রাজনীতির কিছু ঘটনাপ্রবাহ। সম্প্রতি প্রকাশিত মিত্রোখিন আর্কাইভ অবলম্বনে লিখেছেন মিজানুর রহমান খান

মুজিব হত্যা : সিআইএ-বিরোধী প্রচারণায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কেজিবি

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের পরপরই কেজিবি সিআইএর বিরুদ্ধে 'ভুয়া প্রচারণায়' ঝাঁপিয়ে পড়ে। চাঞ্চল্যকর এই দাবি করা হয়েছে সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবির সপক্ষত্যাগী সাবেক আর্কাইভ কর্মকর্তা ভাসিলি মিত্রোখিন প্রদত্ত নথিপত্রের ভিত্তিতে লেখা 'দি কেজিবি অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড'-এ। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই-সিক্সের তদারকিতে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ প্রকাশিত এই 'মিত্রোখিন আর্কাইভ'-এর তথ্য ও বিশ্লেষণ নিয়ে বিশ্বের অনেক দেশেই ঝড় বইছে।

এই প্রতিবেদকের অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, মিত্রোখিনের ওই দাবি সত্ত্বেও মুজিব হত্যায় সিআইএর দায়মুক্তি ঘটছে না। কারণ মুজিব হত্যাকাণ্ডে সিআইএ জড়িত নয়—এটা জেনেও কেজিবি মুজিব হত্যায় স্নায়ুযুদ্ধ যুগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ওই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাটিকে দায়ী করেছে, বিষয়টি কিন্তু সেভাবে দাবি করা হয়নি। এ ছাড়া মুজিব হত্যার নেপথ্যে কারা জড়িত, সে ব্যাপারেও মিত্রোখিন আর্কাইভে কোনো ইঙ্গিত নেই। সুতরাং ফাঁক থেকেই গেছে।

তবে ঢাকায় প্রবীণ সিপিবি নেতারা বরং এই প্রতিবেদকের কাছে চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ করেন যে, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ওই সময়ে তাদের প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছিল, আওয়ামী লীগ সরকারকে অস্থিতিশীল করতে ভূমিকা রাখলেও মুজিব হত্যায় সিআইএর হাত নেই। তবে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির এমন বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে তাদের কেউ কেউ বরাবরই সন্দিহান ছিলেন।

সিপিবি সম্পাদকমণ্ডলীর সাবেক সদস্য অজয় রায় বলেন, 'আমাদের সেই সন্দেহ-সংশয় পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহ সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত করেছে। কেজিবি যে কেমন অনভিজ্ঞ গোয়েন্দা সংস্থা, তা আমরা আফগানিস্তান ইস্যুতে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।' সিপিবির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক অবশ্য বলেন, 'এ ক্ষেত্রে লরেন্স লিফশুলজের বক্তব্য কিংবা সোভিয়েত পার্টির অবস্থান কোনোটিকেই কিন্তু আমরা নাকচ করতে পারি না।' বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মনজুরুল আহসান খান বলেন, 'পার্টি বলেছিল, সিআইএ মুজিব হত্যাকাণ্ডের উদ্যোক্তা নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা এটাও বলে দিয়েছে যে, সিআইএ অন্য কোনোভাবেই জড়িত নয় বা হতে পারে না।

'সিআইএর ব্যাপারে সোভিয়েত পার্টি কীভাবে নিশ্চিত হলো—এ প্রশ্ন আমিও তাদের কাছে রেখেছিলাম। তারা বলেছেন, আমাদের সূত্র এত দুর্বল নয়, সিআইএ উদ্যোক্তা হলে নিশ্চয় আমরা জানতাম।'

লরেন্স লিফশুলজ, কাই বার্ড ও ক্রিস্টোফার হিচেনস—এই তিন মার্কিনি এ পর্যন্ত মুজিব হত্যায় সিআইএর সম্পৃক্ততার অভিযোগ নির্দিষ্ট করেছেন। সিআইএর সাবেক কর্মকর্তা রজার্স মরিস কিসিঞ্জারের জনৈক সহকর্মীর বরাতে দাবি করেন, কিসিঞ্জারের 'ঘৃণিত শত্রুর' তালিকায় তিনটি নাম ছিল—চিলির সালভাদর আলেন্দে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের নগুয়েন ভ্যান থিউ ও বাংলাদেশের শেখ মুজিব।

২১ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে সিআইএর প্রথম বাংলাদেশ রিপোর্টে (এফবিআই বাদে স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্য সব সংস্থা এর মূল্যায়নের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছায়) বলা হয়, সরকার পরিবর্তন পর্ব হবে এক আকস্মিক আঘাত। মুজিবের উত্তরসূরি তার দল থেকেই আসবে। *(সিআইএ, এনআইসি ফাইলস, জব ৭৯-আর ০১০১২এ)*

সাবেক মার্কিন কংগ্রেসম্যান স্টিফেন সোলার্জ মনে করেন, সিআইএর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ 'তদন্তযোগ্য'। আওয়ামী লীগের একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য বলেন, ন্যায়বিচারের স্বার্থে ভবিষ্যতে কখনো মার্কিন কর্তৃপক্ষ মুজিব হত্যায় সিআইএর কথিত যোগসাজশ খতিয়ে দেখবে—এটা আওয়ামী লীগসহ মুক্তিকামী জনগণের স্বাভাবিক প্রত্যাশা।

ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্রিস্টোফার এন্ড্রু ও ভাসিলি মিত্রখিন লিখিত 'দি মিত্রখিন আর্কাইভ: দি কেজিবি অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড' *(পেঙ্গুইন-২০০৫)* শীর্ষক গ্রন্থে বলা হয়েছে, মুজিব হত্যাকাণ্ডের পরই কেজিবি সিআইএর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমে পড়ে। এ বং এ কাজে তারা শুধু বাংলাদেশে নয়, বিদেশী গণমাধ্যমকেও ব্যবহার করে।

লক্ষ করা গেছে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিরাজমান সঙ্গত ও স্বাভাবিক মার্কিন বৈরিতা কেজিবি তার অপারেশনগত কৃতিত্ব হিসেবে দাবি করতে সচেষ্ট হয়েছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নিক্সন-কিসিঞ্জারের ভূমিকার কারণে বাংলাদেশে ওই সময়ে মার্কিনবিরোধী একটা পরিবেশ ছিলই। সুতরাং মুজিব হত্যাকাণ্ডে সিআইএ জড়িত থাকুক বা না-ই থাকুক, স্নায়ুযুদ্ধের প্রধান শত্রুর কার্যকর বিরোধিতার যেকোনো সুযোগ কাজে লাগানোই ছিল তাদের কাছে মুখ্য। বাংলাদেশের মার্কিনবিরোধী পরিবেশে মুজিব হত্যায় সিআইএর কথিত সম্পৃক্ততার অভিযোগ দ্রুত জনপ্রিয়করণের কৌশলে নেমে পড়ে কেজিবি। মিত্রখিন লিখেছেন, 'প্রত্যাশিতভাবেই বহু দেশের

(প্রথম আলো থেকে)

সংবাদপত্রে বাংলাদেশের আগস্ট অভ্যুত্থানের দায়দায়িত্ব সিআইয়ের কাঁধে চাপিয়ে নিবন্ধ প্রকাশ করানোর ব্যবস্থা করে কেজিবি।'

'বাংলাদেশ : দি আনফিনিশড রেভ্যুলিউশন' বইয়ের লেখক লরেন্স লিফশুলজ ঢাকায় তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড বোস্টারের বরাতে নিশ্চিত করেন যে, ১৯৭৫ সালে সিআইয়ের তৎকালীন কর্মকর্তা বোস্টারের অজ্ঞাতসারে আগস্ট অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন *(প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট ২০০৫)*। লিফশুলজ এই প্রথম বোস্টারের নাম প্রকাশ করেন।

ক্রিস্টোফার হিচেনস 'দ্য ট্রায়াল অব কিসিঞ্জার' *(ভার্সো, ২০০১)* বইয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মুজিব হত্যায় সিআইএর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করেন বলে প্রতীয়মান হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ পর্যন্ত ডিক্লাসিফাইড বা অবমুক্তকৃত নথিপত্রে বাংলাদেশে পঁচাত্তরের অভ্যুত্থানসংক্রান্ত কিছুর হদিস এখনো মিলছে না। লরেন্স লিফশুলজ ওই অভ্যুত্থানে সিআইএর সম্পৃক্ততা তদন্তে ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একসময়ের আলোচিত মার্কিন কংগ্রেসম্যান স্টিফেন জে সোলার্জকে চিঠি দেন। প্রথম আলোর আর্কাইভে রক্ষিত মূল চিঠিপত্রের ফটোকপি অনুযায়ী সোলার্জ ১৯৮০ সালের ৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের লেস এসপিনকে লিখেছেন, বাংলাদেশে সিআইএর কার্যক্রম সম্পর্কে তদন্তের এখতিয়ার শুধুই ইন্টেলিজেন্স-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির হাতে ন্যস্ত; এটা পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কমিটির কাজ নয়। তাই আমি এটা আপনার কাছে প্রেরণ করছি। সোলার্জ একই তারিখে লিফশুলজকে লিখেছেন, 'আমি মনে করি, আপনার আনীত অভিযোগ পর্যাপ্তভাবে এই বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট যে, মুজিব হত্যাকাণ্ডে সিআইএর সম্পৃক্ততার প্রশ্নটি নতুন করে তদন্তের দাবি রাখে।' তবে বাংলাদেশে ওই সময়ে কর্মরত ভারতীয় হাইকমিশনার সমর সেন লিফশুলজের বই প্রসঙ্গে বলেন, 'প্রতিটি পর্যায়ে সত্য গোপন ও আলামত নিশ্চিহ্নকরণে গোয়েন্দা সংস্থার যে বিপুল সামর্থ্য, তার আলোকে বলা চলে, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের বৈধ তদন্ত প্রক্রিয়া কঠিন হবে বলেই প্রতীয়মান হয়।' *(ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কোয়ার্টারলি, মার্চ ১৯৮০)*

ঢাকায় সিআইএর তৎকালীন স্টেশন চিফ ফিলিপ চেরির কাছে লিফশুলজ প্রশ্ন করেছিলেন, স্টেট ডিপার্টমেন্টের সূত্র স্বীকার করেছে যে, যে গ্রুপটি মুজিবকে হত্যা করেছে, তাদের সঙ্গে ঢাকার সিআইএ দপ্তর যোগাযোগ রক্ষা করত। আপনার মন্তব্য কী? চেরির জবাব, 'আমার জ্ঞাতসারে নয়। আমি তা মনে করি না। স্টেট ডিপার্টমেন্টের কারা আপনাকে এ কথা বলল।' ১৯৭৮ সালে এ ই সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় লিফশুলজ জবাব দেন, 'আমি নির্দিষ্টভাবেই সূত্রগুলোর নাম বলতে পারি। কিন্তু তারা নাম না প্রকাশে অনুরোধ করতেই আমি বিরত থাকছি।' *(বাংলাদেশ : দি আনফিনিশড রেভ্যুলেশন, পৃষ্ঠা-১৭৭)*

লরেন্স লিফশুলজ ও কাই বার্ড বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ওই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ পদধারী, যেমন— কিসিঞ্জার ও তার সহকারী স্যান্ডাস (সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা), ভারত ও পাকিস্তানে নিযুক্ত সিআইএর স্টেশন চিফ উইলিয়াম গ্রিমসলি, অ্যালান প্রমুখের সাক্ষাৎকার নিতে পারেননি। সিআইএ পরিচালক স্ট্যানসফিল্ড টার্নার উল্লিখিতদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ নাকচ করে দেন। *(দি নেশন, নিউইয়র্ক, ১২ জুন, ১৯৮০)*

দি নেশনে লিফশুলজ ও কাই বার্ড যৌথভাবে যে নিবন্ধ লেখেন তার শিরোনাম: 'একটি অভ্যুত্থানের গল্প ॥ বাংলাদেশে কিসিঞ্জারের সাইডশো।' প্রথম আলোর আর্কাইভে রক্ষিত নথি অনুযায়ী, নিউইর্য়কের নেশন পত্রিকার সহকারী সম্পাদক কাই বার্ড ১৯৭৯ সালের ১৬ মে মুজিব হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে চিঠি দেন কিসিঞ্জারকে। তার কয়েক লাইনের জবাব : 'আমি ব্যতিক্রমী মিশেল দেওয়া অভিযোগ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে পারি না। তবে এটুকু বলতে পারি, আপনার চিঠির বিষয়বস্তু সত্য থেকে বহু দূরে।'

লিফশুলজ ও কাই বার্ড লিখেছেন, একাত্তরে কলকাতা মিশনে কর্মরত ছিলেন রাজনৈতিক কর্মকর্তা জর্জ গ্রিফিন। তিনি ওই সময় দিল্লিতে রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিংকে এড়িয়ে সরাসরি হোয়াইট হাউসে কথা বলতেন স্যান্ডার্স ও কিসিঞ্জারের সঙ্গে। দি নেশনের অনলাইন আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত ওই নিবন্ধেই দেখা যাচ্ছে, 'মার্কিন গবেষণা সংস্থা কার্নেগি এন্ডাউমেন্টকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট সূত্র বলেছে, কিসিঞ্জার একাত্তরে সরাসরি মোশতাক গ্রুপের সঙ্গে কথা বলেছেন। ১৯৭৪ সালের বসন্তে ওই কর্মকর্তারা ছিলেন স্টেটের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। কাই বার্ড ও লিফশুলজের নিবন্ধের দাবি, মোশতাক গ্রুপটি সম্ভাব্য সরকার পরিবর্তন নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে এবং তা কিসিঞ্জার ও স্যান্ডার্সকেও জানানো হয়।'

এ প্রতিবেদক লক্ষ করেন, সম্প্রতি প্রকাশিত মার্কিন গোপন দলিলে একাত্তরে মোশতাক গ্রুপের আপস চেষ্টার বিস্তারিত বিবরণ এলেও গ্রিফিনের নামটি উহ্য রাখা হয়েছে। শুধু কলকাতা মিশনের পলিটিক্যাল অফিসার কথাটি উল্লেখ করা হয়। ওই দলিল থেকে বরং ধারণা মেলে, মোশতাক নিজে কখনো গ্রিফিনের সঙ্গে কথা বলেননি।

মিত্রখিন লিখেছেন, 'মুজিব হত্যার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টো নতুন সামরিক সরকারকে স্বীকৃতি দেন। তিনি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন এই ভাবনায় যে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে এখন কনফেডারেশন গঠনে ইচ্ছুক হতে পারে। ভুট্টো পরে তার এই আগাম অতি উৎসাহের জন্য অনুতপ্ত হন। কারণ তিনি লক্ষ করেন যে, এই পটপরিবর্তন সত্ত্বেও ইসলামাবাদের চেয়ে নয়াদিল্লির সঙ্গেই বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থাকছে।' *(মিত্রখিন, পৃষ্ঠা-৩৫১)*

মিত্রখিন ও এন্ড্রুর মন্তব্য, 'পঁচাত্তরের ওই অভ্যুত্থান ভুট্টোর জন্যও প্রতিফল বয়ে আনে। কারণ পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের জন্য বাংলাদেশের এই ঘটনা একটি খারাপ দৃষ্টান্ত হিসেবে আবির্ভূত হয়। ভুট্টোর জীবনে যা সত্যে পরিণত হয়।'

● দ্বিতীয় কিস্তি 'সিআইএর চিঠি, মওদুদের বিস্ময়'

Vasili Mitrokhin

When KGB archivist Vasili Nikitich Mitrokhin defected from the Soviet Union in 1992, he gave six trucks, full of incriminating files, to the British Secret Intelligence Service.

As a young adult, Mitrokhin attended the Higher Diplomatic Academy in Moscow, then joined the Soviet secret service in 1948. He worked as the chief archivist for the FCD, the foreign-intelligence arm of the KGB, for 30 years and spent 12 of those smuggling documents out of the office in his shoes. At home, he copied the files longhand and hid them in milk containers secreted under the floorboards of his home and in the back garden. Disillusioned with his life, Mitrokhin contacted the CIA for help in 1995, offering 25,000 classified documents as his ticket out of the Soviet Union. The Americans didn't believe his claims, so he turned to the British for aid. The Secret Intelligence Service accepted him as an MI6 agent, and flew him to Britain where he and his family received a home, a pension and new identities.The copied KGB files formed the basis of the 1999 book, "The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB," which was co-written by Cambridge University historian Christopher Andrew. Its tales of covert operations and assassination attempts were also serialized in The Times of London. The excerpts named several Britons as Soviet spies, including two former lawmakers, a Scotland Yard policeman and grandmother Melita Norwood. Norwood later acknowledged she'd been revealing nuclear secrets to the KGB for four decades. Mitrokhin, who spent 14 years living in Britain under a false name and with police protection, died on Jan. 23 from pneumonia. He was 81.

[The Mitrokhin's version on CIA's involvement should be read with a grain of salt. Please read Lawrence Lifschultz's paper "CIA Involvement in Sheikh Mujib's Killing" in this connection.

http://www.thedailystar.net/2005/08/16/d5081601033.htm

http://launch.groups.yahoo.com/group/vinnomot/message/4350

http://www.mukto-mona.com/Articles/editorial/english/mujib_killing_CIA.htm